পঞ্চম অধ্যায়

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিশেষ একটি স্কিমের আওতায় ১৯৭৬ সালে ''ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তর'' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ঔষধের উৎপাদন, আমদানি, রপ্তানি, বিতরণ, বিক্রয়, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি (মনিটরিং) ঔষধ প্রশাসনের কার্যাবলীর আওতাধীন। দেশে বর্তমানে ৮২৩টি ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ও প্রায় ১ লক্ষ ঔষধের দোকান/ফার্মেসী রয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্সিং রেজিষ্ট্রেশন, পরিদর্শন ও মাঠ পর্যায়ে তদারকির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য গত ১৭-০১-২০১০ তারিখে ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তরকে সংযুক্ত দপ্তর (Attached Department) হিসেবে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়।

কর্ম পরিধিঃ

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর ঔষধের কাঁচামাল ও মোড়ক দ্রব্যাদির আমদানি থেকে শুরু করে সকল ধরনের ঔষধের উৎপাদন, প্রস্তুতকৃত ঔষধের আমদানি, রপ্তানি, বিতরণ, বিক্রয়, মূল্য নিয়ন্ত্রণ, বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ ও মান-নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করে থাকে এবং মান-নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ঔষধের নমুনা সংগ্রহ ও ঔষধের কারখানা, ডিপো ও খুচরা ঔষধের দোকান পরিদর্শনসহ নানাবিধ কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে।

১৯৮২ সালে জাতীয় ঔষধ নীতির প্রবর্তন এবং ঔষধ (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ জারি করার পর এ্যালোপ্যাথিক ঔষধের পাশাপাশি শাস্ত্রীয় (ইউনানি, আয়ুর্বেদিক) ও হোমিওপ্যাথিক এবং বায়োকেমিক ঔষধের উৎপাদন, আমদানি, বিতরণ, বিক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকান্ড ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। ফলশ্রুতিতে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কর্মপরিধি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। তৎসঙ্গে ঔষধ প্রশাসনের কার্যধারায়ও অনেক মৌলিক পরিবর্তন ঘটে।

বর্তমানে দেশে ২৫৮টি এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান প্রায় ৬০০০ কোটি টাকার ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল তৈরি করে। এছাড়া দেশের ২৬৮টি ইউনানি ও ২০১টি আয়ুর্বেদিক এবং ৭৯ টি হোমিওপ্যাথিক ও ১৭টি হার্বাল ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান প্রায় ৬০০ কোটি টাকার ঔষধ উৎপাদন করে থাকে। দেশে প্রায় এক লক্ষ লাইসেন্সধারী ঔষধ বিক্রয়ের দোকান রয়েছে। এসব ঔষধ প্রস্তুতকারী ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্বও ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর পালন করে থাকে।

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর ঔষধ রপ্তানির যাবতীয় কাজ (জিএমপি সার্টিফিকেট ও ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্ট (সিপিপি) ফরম-১০ ইত্যাদি) প্রদান করে থাকে।

অবকাঠামো ও জনবলঃ

ঔষধ প্রশাসনকে অধিদপ্তরে উন্নীত করায় পূর্বের ২২০টি পদসহ ১৫০টি নতুন পদ (৫৫টি আউট সোর্সিং) সৃষ্টির ফলে অধিদপ্তরের বর্তমান মোট জনবল ৩৭০। বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শূন্য পদের তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

শ্রেণী	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূন্য পদ
১ম	১১৮	৪২	৭৬
২য়	২৫	১১	১৪
৩য়	১১৫	৫৩	৬২
৪র্থ	১১২ (৫৭+আউট সোর্সিং ৫৫)	৪০	৭২
মোট	**৩৭০**	**১৪৬**	**২২৪**

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ঢাকায় অবস্থিত ১টি হেড অফিস ও জেলা পর্যায়ের ৩৬টি অফিস সহ মোট ৩৭টি অফিস রয়েছে। ৬৮টি জেলার মধ্যে ৩৬টি জেলায় অফিস স্থাপিত হলেও অন্য জেলা সমূহে জনবলের অভাবে অদ্যাবধি কোন অফিস স্থাপন করা সম্ভব হয় নাই।

সারাদেশে হেড অফিস ও মাঠ পর্যায়ে মহাপরিচালকসহ মোট ৫৪ জন কর্মকর্তা এবং ৯২জন বিভিন্ন ধাপের কর্মচারী নিয়োজিত আছেন। জেলা পর্যায়ে বিদ্যমান ৩৬টি অফিসের সাথে ১২জেলায় ১২টি নতুন অফিস স্থাপনের লক্ষ্যে জনবল কাঠামো অনুমোদনের প্রস্তাব করা হয়েছে যা মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

কর্মবন্টনঃ

ঔষধের কাঁচামাল/মোড়ক দ্রব্যাদি, প্রস্তুতকৃত ঔষধ আমদানি থেকে শুরু করে সকল প্রকার ঔষধের উৎপাদন, রপ্তানি, বিতরণ, বিক্রয়, মূল্য নিয়ন্ত্রণ, বিজ্ঞাপণ নিয়ন্ত্রণ ও মান-নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ঔষধের নমুনা সংগ্রহ ও মান-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ইত্যাদি যাবতীয় কর্মকান্ড প্রচলিত ঔষধ আইনের আওতায় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর করে থকে। বর্তমান অবকাঠামোতে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হলেন মহাপরিচালক। তিনি সার্বিক প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা ছাড়াও লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

বাৎসরিক বাজেট বরাদ্দ, রাজস্ব আয় ও ব্যয় সংক্রান্তঃ

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত বরাদ্দ	আয়	ব্যয়
২০১০-২০১১	৬,১৩,১১,০০০/-	৫,৪২,৭৫,০০০/-	১,৬৮,২৫,০০০/-
২০১১-২০১২	৬,৫১,৩০,০০০/-	৮,৫৪,৮৯,১৪৯/-	৪,৯২,১৩,০০০/-

সাম্প্রতিক অর্জন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

(ক) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নং- জনস্বাস্থ্য-১/ঔষধ-৩১/২০০২ (অংশ)/৪৮৭ তারিখ ১৭-০১-২০১০ এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তরকে সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয় যা ১৯-০১-২০১০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করায় নতুন জনবল সৃষ্টি এবং শূন্য পদে নিয়োগ ত্বরান্বিত করার জন্য ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যার ফলে ঔষধ সেক্টরে দক্ষ জনশক্তি বৃদ্ধিসহ কাজে গতি সঞ্চার হবে। সম্প্রতি ১৪জন ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক এবং ৪জন ঔষধ পরিদর্শক নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং আরো ৫২জন ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়া বিগত ২ বছরে ১৭জন ঔষধ তত্ত্বাবধায়কে সহকারী পরিচালক ও ৭জন সহকারী পরিচালককে উপ-পরিচালক পদে পদোন্নতি এবং ৩জন উপ-পরিচালকে পরিচালকের চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ফলে প্রশাসনিক স্থবিরতা অনেকাংশে লাঘব হয়েছে। এতে দেশে মান সম্পন্ন ঔষধ উৎপাদন, সরবরাহ ও বিপনন ব্যবস্থার উপর নজরদারী ও নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পাবে। দেশে উৎপাদিত ঔষধের মান উন্নয়ন এবং ঔষধের গুণগত মান পরীক্ষণের ক্ষমতা ও সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। ঔষধের রপ্তানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালনের মাধ্যমে ঔষধ সেক্টরকে উল্লেখযোগ্য রপ্তানি আয়ের সেক্টরে পরিণত করা সম্ভব হবে।

(খ) ইনষ্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ এর আওতাধীন ড্রাগ টেষ্টিং ল্যাবরেটরীকে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত করে এটিকে আধুনিক ল্যাবরেটরীতে উন্নীত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ল্যাবটিকে ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরী (NCL) হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং উক্ত এনসিএল ও ডিটিএল এর আধুনিকায়নের জন্য সরকার ও দাতা সংস্থা ইতোমধ্যে ২১৮৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে এনসিএল ও ডিটিএল এর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ইতোমধ্যে আমদানি করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজ চলছে। এছাড়া উক্ত ল্যাবরেটরী বিল্ডিং এর সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ সরকারি অর্থায়নে ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। আশা করা যায় অচিরেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উক্ত ল্যাবরেটরীর শুভ উদ্বোধন করা সম্ভব হবে। ভবিষ্যতে উক্ত ল্যাবরেটরীকে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক accreditation এর কাজ সম্পন্ন করা হবে।

(গ) সাধারণ জনগণের চাহিদা ও ক্রয় ক্ষমতার উপর লক্ষ্য রেখে ঔষধ শিল্পকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। দেশীয় চাহিদার প্রায় ৯৭ ভাগেরও বেশী ঔষধ বর্তমানে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হচ্ছে। ঔষধ শিল্পে অগ্রগতি ও উৎপাদিত ঔষধ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হওয়ায় বর্তমানে দেশে উৎপাদিত ১৮৭ ব্রান্ডের বিভিন্ন প্রকার ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের প্রায় ৮৭টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। ২০১১ সালে ৪৮০ কোটি টাকার ঔষধ রপ্তানি হয়েছে। ২০১২ সালের জুন পযর্ন্ত প্রায় ২০০ কোটি টাকার ঔষধ রপ্তানি হয়েছে। দেশে উৎপাদিত ঔষধের বেশির ভাগ কাঁচামাল বিদেশ হতে আমদানি করা হত। ঔষধ শিল্পের সামগ্রিকভাবে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার লক্ষ্যে এবং কাঁচামাল সহজলভ্য ও সুলভ করার উদ্দেশ্যে ঢাকার অদূরে গজারিয়ায় একটি একটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট (এপিআই) পার্ক স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব আয়ের অন্যতম খাত। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে ৫,৪২,৭৫,০০০ টাকা ও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ৮,৫৪,৮৯,১৪৯ টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। বিনিয়োগ ও সক্ষমতা বাড়িয়ে এটি আরও বাড়ানো সম্ভব হবে।

ওয়েব সাইট ও ডাটা-বেইসঃ

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া বর্তমান সরকারের একটি অন্যতম পদক্ষেপ।ঔষধ প্রশাসন ও ঔষধ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যাদির একটি ওয়েব সাইট রয়েছে (www.dgda.gov.bd)। ঔষধ সংক্রান্ত সার্বিক হালনাগাদ তথ্যাদি অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ওয়েব সাইট-এর আপ-গ্রেডেশনের কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য ইলেকট্রনিক নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। ঔষধ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য উপাত্ত এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্যাদি প্রাপ্তির লক্ষ্যে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেকশন রয়েছে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের বিভিন্ন ঔষধ সংক্রান্ত তথ্যাদির একটি ডাটা-বেইস রয়েছে। উক্ত ডাটা-বেইসকে আরো তথ্য সমৃদ্ধ করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের সময় উক্ত ওয়েবসাইট ও ডাটা বেইসের কাজ ৯০ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কার্যক্রম গতিশীল করার নিমিত্ত অটোমেশন করার কাজ শুরু হয়েছে এবং ইতোমধ্যে উক্ত কাজের প্রায় ৯৫ শতাংশ শেষ হয়েছে। বর্তমানে ডাটা-এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণের কাজ অবশিষ্ট আছে। যা আগামী অর্থ বছরে সম্পন্ন হবে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ

(ক) ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের যাবতীয় কার্যক্রম অটোমেশনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা।

(খ) DTL এবং NCL-কে WHO Accreditated Laboratory-তে পরিণত করা।

(গ) ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কার্যক্রম গতিশীল করতঃ রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করা।

(ঘ) ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের বিদ্যমান ওয়েব-সাইট এর উন্নয়ন করা।

(ঙ) ঔষধ উৎপাদনকারী ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনসহ Post Marketing Surveillance বৃদ্ধি করা।